R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (লালাঠাকুর)

বিবাহ উৎসবে
ভি, ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ

৭৬শ বর্ষ ৩৫শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৩রা মাঘ বুধবার, ১৩৯৬ সাল। ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৯০ সাল। | নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা বার্ষিক ২০৲

মহকুমায় বাংলাদেশে চোরাচালান পুরোদমে চলেছে

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের খেজুরতলা, বোলতলা, কৃষ্ণসাইল, কাঁটাখালি, খান্দুয়া ও ময়া প্রভৃতি চোরাচালানের ঘাটগুলি দিয়ে পুরো দমে ওপারে মাল চালান যাচ্ছে। সাগরদীঘির মনিগ্রাম বটতলার সংরক্ষিত বন এখন চোরা মজুতের প্রধান ঘাঁটি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন কি শহর রঘুনাথগঞ্জ হতেও প্রতিদিন শুধুমাত্র সাইকেল যোগে শতাধিক কুইন্ট্যাল চিনি ঐসব ঘাট দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে। গরু চালান তো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। সাধারণ মানুষ প্রশাসনের সাহায্য চেয়ে পাচ্ছেন না বলে অভিযোগে শহর সোচ্চার। আরও অভিযোগ, চোরাচালানকারীদের 'বস্'রা প্রভাবশালী ব্যক্তি ও রাজনৈতিক দলের কর্মকর্তা। তাঁদের সঙ্গে পুলিশ ও বি এস এফের সমঝোতা রয়েছে। নইলে শহরে প্রশাসনের নাকের ডগা দিয়ে দিনের পর দিন ঐসব কাজ হতে পারে না। অরঙ্গাবাদের খবরে জানা যায়, পুলিশ সম্প্রতি ঐ বাজারের চিনি হোলসেলারের বেহিসেবী ৫০ বস্তা চিনি সিজ করায় তিনি ওখানে চিনি আমদানী বন্ধ করে দিয়ে চিনির অভাব সৃষ্টি করেন। পুরো ডিসেম্বর মাসে সেখানে ১০০ বস্তাও চিনি নাকি আনা হয়নি। বর্তমানে কড়াকড়ি শিথিল করায় আবার মাল আসছে। বি এস এফ কড়া মনোভাব নেওয়ায় এই সমস্ত ঘাঁটি দিয়ে ওপারে চিনি লবণ পাচার প্রায় বন্ধ ছিল। আবার গত সপ্তাহ থেকে তা শুরু হয়েছে পুরোদমে। চোরাচালানকারীদের সঙ্গে লড়ালড়িতে প্রশাসন হার মেনেছেন এটাই এ অঞ্চলের লোকেদের ধারণা। তাঁরা বলাবলি করছেন—রাজনৈতিক দলের কয়েকজন পাণ্ডা ও কিছু স্থানীয় ধনী ব্যবসায়ীর বহাবস্থানে চোরাচালানের রমরমা কারবার লাগামহীনভাবে এগিয়ে চলেছে।

সি পি এমের অত্যাচারের প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ

রঘুনাথগঞ্জ ঃ মহকুমার সর্বত্র সি পি এমের সন্ত্রাস সৃষ্টির অপচেষ্টা ও সিদ্ধিকালী গ্রামের অ-সি পি এম গ্রামবাসীদের উপর ব্যাপক অত্যাচারের প্রতিবাদে গত ১৫ জানুয়ারী বি জে পি স্থানীয় সদরঘাটে এক বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করেন। সমাবেশে বি জে পির রাজ্য সম্পাদক তপন সিকদার পৌরোহিত্য করেন। অন্যান্য নেতাদের মধ্যে জেলার নেতা সাবরুদ্দিন ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। শ্রীইসলাম তাঁর বক্তব্যে বলেন, সি পি এম বা কংগ্রেস উভয়েই এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দল বি জে পিকে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত করতে চাইছেন। কিন্তু আমরা মনে করি বি জে পি ভারত রাষ্ট্রের এক জাতীয়তাবাদী দল। এ দেশে যাঁরা মুসলমান রয়েছেন তাঁদের বোঝা উচিৎ ভারতবর্ষ তাঁদের জন্মভূমি এবং তাঁদেরকে মনেপ্রাণে ভারতপ্রেমী হতে হবে। বিদ্বেষ পরিত্যাগ করে জাতীয়তাবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে হিন্দুদের সঙ্গে এক সাথে দেশের স্বার্থে আত্মনিয়োগ করতে হবে। রাজ্য সম্পাদক তপন সিকদার তাঁর ভাষণে বলেন—সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ এক বিশাল সমস্যা। বাংলাদেশ থেকে হিন্দু যাঁরা বিতাড়িত হয়ে আসছেন তাঁরা সরকার থেকে বহিরাগত বলে বিবেচিত হচ্ছেন। তাঁদের দুঃখ দুর্দশার জন্য কেউ চিন্তান্বিত নন। কিন্তু মুসলমান যাঁরা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে অনুপ্রবেশ করছেন, ভোটের সময় (৩য় পৃষ্ঠায়)

জনমনে আলোড়ন সৃষ্টিকারী লালবাবা সাধু না অন্য কিছু ?

ফরাক্কা : গঙ্গার ধারের মড়া পোড়ানো ঘাটের কাছে অবহেলিত মন্দিরটি কয়েক দিনের মধ্যে বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছে। মানুষজন আসছে যাচ্ছে, কথা শুনছে জনৈক সাধুর। যিনি সকলের কাছে লালবাবা নামে পরিচিত হয়ে উঠেছেন। সঙ্গে রয়েছেন এক মাতাজী।

স্থানীয় মানুষ তাঁর প্রধান শিষ্য হিসাবে বেনিয়াগ্রামের শ্রীদামচন্দ্র ঘোষকে মনে করছেন। কেন না শ্রীদামের সহযোগিতাই লালবাবা এখানে মন্দিরে আস্তানা গেড়েছেন। কয়েক দিনই তাঁকে রিক্সায় মাইক নিয়ে হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে গরম গরম বক্তৃতা দিতে দেখা যায়। তিনি ব্যারেজের জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করার পর পরই অবহেলিত মন্দিরে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয় বলে খবর। আমাদের সংবাদদাতা লালবাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে এবং তাঁর কথা জানতে (৩য় পৃষ্ঠায়)

তপশিলীদের প্রয়োজনে দেওয়া সেচ মেসিন বেআইনীভাবে বিক্রি হলো

সাগরদীঘি ঃ গত ২৬ জুলাই ১৯৮৪ স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতি থেকে একটি জলসেচ মেসিন 'সুজলা' নং ৮৩/৪০২১৯৯ খেরুর ও আশপাশের গ্রামের তপশিলীদের সেচ কাজে সাহায্যের জন্য দেওয়া হয় বলে খবর। মেসিনটি গ্রহণ করেন তপসিলী চাষীদের পক্ষে জনৈক সি পি এম কর্মী মঙ্গল মাল। বিনাভাড়ায় প্রয়োজনে যে কোন তপসিলী সম্প্রদায়ভুক্ত চাষী সেচের কাজে ঐ মেসিন ব্যবহার করতে পারবেন বলে এক চুক্তিপত্র মঙ্গল মাল সহি করে মেসিনের (৩য় পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার ?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩রা মাঘ বুধবার ১৩৯৬ সাল

এসো পৌষ যেয়ো না

আমাদের এই বাংলা সম্বন্ধে কত সুখ কাহিনী না শুনিয়াছি। পূর্বে বাঙালীর গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ আর ক্ষেত ভরা সোনার ফসল ছিল। তাই বাঙলার ঘরে ঘরে চলিত বিবিধ উৎসব। 'বারো মাসে তের পার্বণ' তো ছিলই তাহারই সাথে চলিত মন্দিরের আটচালাতে সংবৎসর যাত্রা-গান, কবিগান, আলকাপ প্রভৃতি বিবিধ লোক সঙ্গীতের রাত্রিব্যাপী আনন্দানুষ্ঠান। বিশেষ করিয়া তিনটি মাসকে চিহ্নিত করা হইয়াছিল 'লক্ষ্মীমাস' বলিয়া। সেই তিনটি মাস হইল ভাদ্র, পৌষ ও চৈত্র। 'ভাদ্র মাসে জলভরা তটিনী, মাঠে মাঠে সুপক্ক ভাদুই ধানের সোনা। পৌষে উঠিত আমন ধান; চৈত্রে চৈতালি। চাষীর মনের আনন্দ হর্ষ ছড়াইয়া পড়িত গ্রামের আপামর জনগণের মধ্যে। তাহারই মধ্যে পৌষ মাস ছিল সেরা মাস। তখন প্রকৃতির রুদ্র তেজ মিলাইয়া গিয়া তাহাতে লাগিয়াছে শীতের কুহেলী। শুধু ধানই নয় তখন সমস্ত সবজীর ক্ষেতে অফুরন্ত তরিতরকারী। কপি, বেগুন, টম্যাটো ছাড়াও আলু, গাজর, বিট, সাম ও বিভিন্ন শাকের সমারোহ মাঠে মাঠে। ফসলের ভারে গৃহস্থের ঘরে টাকার টান কমিয়া আসিতেছে। আনন্দ মনে, আনন্দ মুকুলিত আম্র কাননে, আনন্দ প্রস্ফুটিত কুসুম শাখে, আনন্দ তটিনীর বুক্ষের চঞ্চলতায়। গৃহস্থ মন সেই কারণেই স্বভাবতঃই প্রকৃতির সাথে নিজেকে মিলাইয়া দিতে আত্মীয়বন্ধু-দের সাথে একত্রে বনভোজনের ব্যবস্থায় মাতিয়া উঠে। শীতের মিষ্টি রোদে পিঠে দিয়া একত্রিত বনভোজনের মাধুর্য্য বড়ই মনোমুগ্ধকর। অফুরন্ত শস্যের আমদানী হওয়ায় বিচিত্র রসনার রুচিকর খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করিতে মনে ইচ্ছা জাগে, তাই লক্ষ্মীর আরাধনা এই মাসেই। লক্ষ্মী পূজার সামগ্রী সহজপ্রাপ্ত হওয়ায় তদুপরি শীতের প্রকোপ পড়ায় ক্ষুধা বৃদ্ধি প্রাপ্তের সহায়তা হওয়ায় এই সময়েই রসনা রুচিকর পিঠা, পায়েস, পুলি প্রভৃতি বিবিধ মিষ্টান্ন তৈরীর ইচ্ছা জাগে। বাঙালীর নিকট বড় আদরের এই পৌষ মাস। এই মাসের সমাপ্তিতে বাঙালীর ঘরে ঘরে পৌষ পার্বণের উৎসব মুখরিত করে তোলে গৃহ হতে গৃহান্তরে।

বর্তমান বৎসরে সম্প্রতি লোকসভার সাধারণ নির্বাচনের ফলশ্রুতিতে পূর্বতন কংগ্রেস শাসনের অবসান ঘটাইয়া রাষ্ট্রীয় মোর্চা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইল। নবীন দলের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে নূতন আশা জাগরিত হইয়াছে। বাজার দরও কমিতে শুরু করিয়াছে। তেল, চিনি, চাল. শাকসব্জী, কপি, আলুর দরও অন্যান্য বৎসরের তুলনায় কমিয়া যাওয়ায় মানুষের মনে স্বস্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। এই বৎসর পৌষ তাই তাহার পুরাতন লক্ষ্মীশ্রী ফিরিয়া পাইয়াছে। কিন্তু আবহাওয়া অন্যান্য বৎসরের তুলনায় শীতলতর। প্রতিদিন সকাল ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন। শত গরম পোষাক পরিধান করিয়াও শীতের আক্রমণকে দূরে সরাইয়া রাখা যাইতেছে না। তবু মকর সংক্রান্তির পুণ্যস্নানে মুক্তকামী স্নানার্থী-দের অভাব হয়নি। দলে দলে পুণ্যার্থী সাগর সঙ্গমে কপিলাশ্রমে পূজার জন্য জমায়েত হইয়াছেন। কবি জয়দেবের কেন্দুবিল্ব বাউল-দের আগমনে তাঁদের সঙ্গীতে একতারার বাজনে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। ঘরে ঘরে লক্ষ্মী পূজায় লক্ষ্মী বন্দনা ও পৌষ মাসকে বন্ধন করিয়া রাখিতে বিগত সংক্রান্তিতে সকলের আকুল আহ্বান 'এসো পৌষ যেয়ো না'। পৌষের গমনকে যেন দ্বিধাগ্রস্ত করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য করিতেছে। মাঘের সূর্য্য উঠি উঠি করিয়াও কুয়াশার আস্তরণে মুখ লুকাইয়া পৌষের স্থলাভিসিক্ত হইতে লজ্জা পাইতেছে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

নাগরিক মনে সন্দেহ প্রসঙ্গে

জঙ্গিপুর সংবাদের ৭৬শ বর্ষ ৩০শ সংখ্যায় 'পুর প্রশাসনের কাজে নাগরিক মনে সন্দেহ ক্রমশঃ দানা বাঁধছে' শীর্ষক সংবাদ বিভ্রান্তি-মূলক। 'স্থানীয় তপন মার্কেটের ট্যাক্স ১৯ হাজার টাকা থেকে হঠাৎ অদৃশ্য হাতের ছোঁয়ায় কমে ১১ হাজার টাকা হওয়ায় পুর অফিসে কানাঘুষা শুরু হয়েছে' এই সংবাদটুকু কল্পনা মাত্র। তপন মার্কেটের ট্যাক্স এখন পর্য্যন্ত ৪১ হাজার টাকা ধার্য্য আছে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন কমিটিতে কমলে আলাদা কথা। সংবাদের আর একটি অংশ 'আগে ট্যাক্স কালেকশন কম হলে কালেক-টারদের কৈফিয়ৎ দিতে হত এখন সেই প্রথা উঠে গেছে'—আপনার জানা উচিৎ ছিল এই বোর্ডে রেকর্ড পরিমাণ ট্যাক্স কালেকসন হয়েছে। বিগত বোর্ড গুলোতেই বরং টাকা আদায় কম হতো। আর কৈফিয়ৎ চাওয়া হয় না এ সংবাদ সত্য নয়। আশা করি আপনার পত্রিকায় এই প্রতিবাদ টুকু ছাপাবেন।

নমস্কারান্তে
পরমেশ পাণ্ডে

৩-১-৯০

[তপন মার্কেটের ট্যাক্স কমে ১১ হাজার টাকা হওয়ার কথা সত্য বলে আমাদের কাছে খবর রয়েছে। পরবর্তীতে যদি তা রদ হয়ে থাকে, তবে সেটা কোন চাপের ফলে কার্য-করী হয়নি বলে মনে হয়। ট্যাক্স কালেকটার-দের কৈফিয়ৎ চাওয়া বা শাস্তির ঘটনা যা আমরা লিখেছি তাও সত্য। বিগত পুরসভায় কয়েক বছর আগেও তদানীন্তন পুরপিতা গৌরীপতি চ্যাটার্জী ট্যাক্স কালেকশনের অনুসন্ধান করে ৭৫%/৮০% কালেকশন হওয়ার অপরাধে কালেক্টারদের বেতন থেকে ৭০/৮০ টাকা কেটে যেন শাস্তি স্বরূপ। সেই টাকা পরবর্তীকালে কালেক্টারদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সুপারসিড বডির প্রেসিডেন্ট মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য ফেরৎ দিতে আদেশ দেন। কিন্তু বর্তমানে সে রকম কোন অনুসন্ধান হয় না বলে খবর। প্রতিবাদ পত্রে চেয়ারম্যান বলেছেন এই সভার আমলে আদায় বেশী হচ্ছে। এখন ট্যাক্স অনেক বেশী ধার্য্য হয়েছে। অতএব টাকার পরিমাণ তো বেশী হবেই। পুরপতি পারসেন্টেজ দিতে পারলে প্রকৃত আদায় কত বেশী বা কম বোঝা যেত।

—সম্পাদক]

খারাপ আবহাওয়ায় অভিযান ব্যর্থ

ফরাক্কা : গত ২৫ ডিসেম্বর কামিনী বালা, সরোজিত মাল ও অপূর্ব দাস সাম্প্রদায়িকতা রোধ ও জাতীয় সংহতির পক্ষে প্রচারের উদ্দেশ্যে সাইকেলে দিল্লী অভিযান করেন। কিন্তু উত্তর ভারতের খারাপ আবহাওয়ার জন্য তাদের অভিযান দুর্গাপুর থেকে বাতিল হয় এবং যাত্রীরা ফরাক্কা ফিরে আসেন।

পঞ্চায়েত সভাপতির শূন্য পদে নির্বাচন হলো

সাগরদীঘি : স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভা-পতির পদটি কানাইলাল চক্রবর্তীর মৃত্যুতে শূন্য হয়। উক্ত পদে গত ১২ জানুয়ারী নির্বাচন পর্ব শেষ হয়। ৩৩ জন সদস্যের ভোটাভুটিতে সমিতির কৃষি ও সেচ কর্মাধ্যক্ষ সি পি এমের নিত্যসন্তোষ চৌধুরী সভাপতি নির্বাচিত হন।

বোমা বাঁধতে গিয়ে মৃত্যু

ফরাক্কা : গত ১৪ জানুয়ারী রাত্রে এই থানার বিহার সামান্তের লাগোয়া গ্রাম আমতলায় বোমা বাঁধতে গিয়ে আনিকুল ইসলাম নামে (২৫) জনৈক যুবক ঘটনাস্থলে মারা যায়। সহযোগীরা আনিকুলের মৃতদেহ বিহারের একটি গ্রামে লুকিয়ে রাখে। পরে পুলিশ তদন্তে গিয়ে তার মৃতদেহ উদ্ধার করে। কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

বিবেকানন্দ জন্মজয়ন্তী

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১২ জানুয়ারী আহিরণ বিবেকানন্দ যুব বাহিনীর উদ্যোগে এবং শ্যামলী সংঘের সহযোগিতায় স্বামী বিবেকানন্দের ১২৮তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। সভাপতিত্ব করেন সৌমেন্দু চক্রবর্ত্তী ও বিশেষ অতিথি ছিলেন আহিরণ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিনয়-রঞ্জন পাঠক।

*

সাগরদীঘি থানার উজ্জ্বলনগরে বিবেকানন্দ ক্লাবের উদ্যোগে ১২ জানুয়ারী স্বামীজীর জন্ম দিবস বিশেষ মর্য্যাদার সঙ্গে পালিত হয়। সভাপতিত্ব করেন পঞ্চায়েত প্রধান বিমলকুমার দাস ও প্রধান অতিথি ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক পরেশচন্দ্র দাস।

এফিডেবিট

জঙ্গিপুর ফাঁড়ির কনষ্টেবল কেশব-লাল বরকন্দাজ, স্ত্রী কল্যাণী বরকন্দাজ, পুত্র মিহিরকান্তি বরকন্দাজ ও তারকনাথ বরকন্দাজ এবং কন্যা রেণুকা বরকন্দাজ গত ১০ জানুয়ারী, ১৯৯০ জঙ্গিপুর এক্সিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেটের আদা-লতে এফিডেবিট বলে রায় পদবী গ্রহণ করলেন।

বিক্রি হলো

(১ম পাতার পর)

দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। কিন্তু গরীব চাষীদের অভিযোগ, সেই চুক্তি লঙ্ঘন করে উক্ত গ্রহীতা মেসিনটি তাঁর নিজস্ব বলে ঘোষণা করে এ যাবৎ বহু টাকা ভাড়া আদায় করেছেন। সম্প্রতি তিনি নাকি ঐ মেসিনটি লালগোলা থানার রামচন্দ্রপুর গ্রামের জনৈক ব্যক্তিকে বেআইনীভাবে বিক্রি করেছেন বলে খবর পাওয়ায় গ্রামবাসী গরীব তপসিলী চাষীরা জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক, মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক ও পঞ্চায়েত মন্ত্রীর কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন।

সাধু না অন্য কিছু

(১ম পাতার পর)

চাইলে তিনি বলেন—নৈহাটির হৃদয় আশ্রম থেকে তিনি এখানে এসেছেন হিন্দু ধর্মের উন্নতিকল্পে। আশেপাশে যত মন্দির আছে, যেখানে পূজাপার্বণ বহুকাল ধরে বন্ধ, সেগুলি তিনি উদ্ধার করে পূজার সুবন্দোবস্ত করাতে চান। মন্দিরগুলিকে কেন্দ্র করে যেসব দুর্নীতির আখড়া গজিয়ে উঠেছে সে সব উচ্ছেদও তাঁর কাজ। তিনি আরও বলেন—পূর্বাশ্রমে তাঁর নাম ছিল ধীরেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য এবং মাতাজীর নাম বনিতা ভট্টাচার্য্য। তিনি বলেন কয়েক দিনেই তিনি লক্ষ্য করেছেন ফরাক্কা ও এন টি পি সির পথে পথে দুর্নীতি ছড়িয়ে রয়েছে। ব্যারেজের গঙ্গার ধারের শিব মন্দিরটি গাঁজা বিক্রির একটি মুখ্যস্থান। সেখানে বিভিন্ন অপকর্মও রাতের আঁধারে ঘটছে। নিউ ফরাক্কায় সরকার নিয়ন্ত্রিত এলাকার দোকান-গুলিতে হিরোইন প্রভৃতি মাদক-দ্রব্য বিক্রি হচ্ছে প্রায় প্রকাশ্যেই। সন্ধ্যার পর দেহ পসারিণীদের তিনি দরদস্তুর করতেও দেখেছেন। প্রশাসন রাজনৈতিক চাপের শিকার হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। তিনি এসব দূর করতে চান। আমাদের প্রতিনিধি দেখেন আশেপাশের অনেক মানুষের কাছে লালবাবা ও মাতাজী অল্প সময়েই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। লোক বিশ্বাস করে তাঁর কথামত চলার চেষ্টা করছেন। কেউ কেউ আবার অন্য কথা বলছেন। তিনি আসলে সাধু নন; সরকারের ভিজিলেন্সের কোন গোয়েন্দা। ফরাক্কা এন টি পি সির কোন বিশেষ গোপন তথ্যের অনুসন্ধানে তাঁরা এসেছেন। আবার কোন কোন মানুষ মনে করছেন লালবাবা ও মাতাজী কোন ক্রিমিন্যাল। আত্মগোপন করে এখানে রয়েছেন যাই হোক বর্তমানে এতদঞ্চলের অধিকাংশ মানুষের কাছেই 'লালবাবা' নামটি বেশ পরিচিত।

বিক্ষোভ সমাবেশ

(১ম পাতার পর)

তাঁদের সমর্থনের আশায় কংগ্রেস বা বামপন্থী দলগুলি, তাঁরা যাতে নাগরিকত্ব পায় সে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। শাসক দল সি পি এম তো তাঁদের দলকে সমর্থন করলেই বুকে টেনে নিচ্ছেন এবং সীমান্তে সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায়কে হিন্দুদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে বি জে পিকে কোণ-ঠাঁসা করতে চাইছেন। বিগত নির্বাচনে এই কেন্দ্র বি জে পি ৮২ হাজারের উপর ভোট পাওয়ায় সি পি এম গ্রামে গ্রামে হিন্দুদের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে তাঁদের বি জে পি সমর্থকের হাত গুঁড়িয়ে দিতে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। সমা-বেশে উপস্থিত হওয়ার পূর্বে শ্রীসিকদার সিদ্ধিকালী গ্রামে যান ও সি পি এমের হাতে নিগৃহীত গ্রামবাসীদের অবস্থা পরিদর্শন করেন। তিনি বলেন সি পি এম দল চায় জোর করে মানুষকে তাঁদের সমর্থন করাতে। হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক সি পি এমকে সমর্থন না করলে তাঁদের প্রতি কোন সহানু-ভূতি এই দলের নেই। রামজন্ম-ভূমি ও বাবরী মসজিদ প্রসঙ্গে শ্রীসিকদার তাঁর ভাষণে বলেন—ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহর থেকে বৃটিশ আমলের শাসকদের মূর্ত্তি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এমন কি রাস্তাঘাট কলেজের বৃটিশ স্মৃতি মুছে নূতন নামকরণকেও সবাই সমর্থন করছেন। সেক্ষেত্রে মুঘল সম্রাট বাবরকে আক্রমণকারী, পররাজ্য গ্রাসকারী না মনে করার কোণ কারণ তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন না। সেক্ষেত্রে বাবরী মসজিদ রূপ দখলকারী স্মৃতিচিহ্ন স্থলে রাম মন্দির স্থাপিত হলে অন্যায় কোথায়? সি পি এম যদি মনে করে থাকেন তাঁরা তাঁদের কর্মী-দের হাতে হাতিয়ার তুলে দিয়ে শক্তি প্রয়োগ করবেন, তবে আমরাও আমাদের কর্মীদের হাত শক্ত করতে হাতিয়ার তুলে নিতে বলতে বাধ্য হব। সমাবেশে ২/৩ হাজার মানুষের জমায়েত হয়। শ্রীসিকদার আরও বলেন, ১৭ জানুয়ারী তাঁরা জঙ্গিপুর বন্ধ ডাকার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু পরবর্তীতে জেলা শাসকের সঙ্গে এক আলো-চনায় সেই সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়। এই সমাবেশের পরি-প্রেক্ষিতে প্রশাসনকে রীতিমত সজাগ থাকতে দেখা যায়। স্থানীয় পুরসভাতেও বন্দুকধারী পুলিশ পাহারা ছিল। শহরেও পুলিশ টহল রাখা হয়।

দুঃস্থ লোকশিল্পী এবং লোক সংস্কৃতির চর্চায় নিযুক্ত সংস্থাগুলিকে আর্থিক অনুদান

পশ্চিমবঙ্গের দুঃস্থ লোক নৃত্য গীত বাদ্য লৌকিক চারু কারু ও মৃৎ শিল্পী এবং লোক সংস্কৃতির চর্চায় নিযুক্ত সংস্থাগুলিকে আর্থিক অনুদান দেবার উদ্দেশ্যে আবেদন পত্র আহ্বান করা হচ্ছে। আগ্রহী দুঃস্থ লোকশিল্পী এবং লোক সংস্কৃতির চর্চায় নিযুক্ত সংস্থাগুলিকে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দপ্তরে অথবা কান্দী, জঙ্গিপুর, লালবাগ মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৯০ তারিখের মধ্যে আবেদন পত্র যথাযথ পূরণ করে জমা দিতে হবে। আবেদন পত্রের নমুনা পঞ্চায়েত সমিতি দপ্তর, জেলা ও মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে দেখা যাবে। আবেদনকারী লোকশিল্পীর বয়স ৫০ এর উর্দ্ধে হতে হবে এবং মাসিক আয় ২০০-০০ (দুই শত) টাকার কম হতে হবে।

উৎপল ঝা
জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ,
৯, শহীদ সূর্য্য সেন রোড, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী কনভেনশন

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ৫ জানুয়ারী স্থানীয় হাই স্কুলে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী এক নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে মূল প্রস্তাব পেশ করেন অ্যাডভোকেট লক্ষ্মীনারায়ণ দাস। প্রস্তাবে গোটা দেশে যে সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত বাতাস ছড়িয়ে পড়ছে তা প্রতিহত করতে এলাকায় এলাকায় এই ধরনের কনভেনশন, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে ওঠার উপযুক্ত বাতাবরণ সৃষ্টি করা এবং সর্বোপরি শ্রমজীবী মানুষের বিভিন্ন জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে গণআন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি করার আহ্বান জানানো হয়। প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য পেশ করেন মীরজা নাসিরউদ্দিন। সভায় অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক অসীম মণ্ডল, আইনজীবী মৃণাল ব্যানার্জী, সাধন সরকার, রথীন্দ্র সিংহরায়, অনুরাধা মণ্ডল, আশীষ ঘোষাল এবং মুক্তা ঘোষাল প্রমুখ। কনভেনশন থেকে একটি সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হয়। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন বাড়ালা রামদাস সেন হাই স্কুলের শিক্ষক পয়োধী বণিক।

স্থানীয় সমস্যার দাবীতে জনসভা

জঙ্গিপুর ঃ গত ১৩ জানুয়ারী এস ইউ সি এর ডাকে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের দাবীতে রাধানগর—মোজী বিশ্বাসের বাগানে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। গঙ্গা-পদ্মা নদীর ভাঙন প্রতিরোধ, ভাগীরথীর উপর ব্রীজ নির্ম্মাণ, ১০-১-২ নং সহ মিউনিসিপ্যালিটির সমস্ত এলাকায় বৈদ্যুতিকীকরণ, ধনপতনগর, রাধানগর, ত্রিমোহিনী ও লালখানদিয়াড়কে জঙ্গিপুর শহরের সাথে সংযুক্তিকরণের জন্য জঙ্গিপুর বাজার থেকে ধনপতনগর পর্যন্ত রাস্তা নির্ম্মাণ, ধনপতনগরসহ সমস্ত সংলগ্ন গ্রামগুলিতে রিভার পাম্প, ডীপ টিউবয়েল নির্ম্মাণের দাবীতে বক্তারা বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন ব্যবহারজীবী মৃণাল ব্যানার্জী।

চক্ষু অপারেশন শিবির

ধুলিয়ান ঃ গত ২৯ ডিসেম্বর উত্তর মহম্মদপুর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে সাহেব-নগর নজরুল-সুকান্ত স্মৃতি সংঘের পরিচালনায় বিনা ব্যয়ে চক্ষু অপারেশন শিবির পরিচালিত হয়। উদ্বোধন করেন জেলা পরিষদ সদস্য সহিদুল আলম এবং প্রধান অতিথি ছিলেন জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক আর এস শুক্লা। ডাঃ পিনাকীরঞ্জন রায়ের নেতৃত্বে ৩৭ জন মহিলাসহ ৯৮ জন চক্ষু-রোগীর চক্ষু অপারেশন হয়। সংঘের সম্পাদক জসিমুদ্দিন খাঁন ও সহসভাপতি মহঃ সৈয়দ আলি তাঁদের ভাষণে বলেন—এই উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি গত ১৪ বছর ধরে ডাক্তার ও কর্মীর অভাবে একরূপ অচল হয়ে রয়েছে। তাঁরা জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটিকে সচল রাখতে গণ দরখাস্ত দিয়েছেন।

সংযুক্ত কিষাণ সভার লোকাল কমিটি গঠিত হল

ধুলিয়ান ঃ ১৬ দফা দাবীর ভিত্তিতে সারা ভারত সংযুক্ত কিষাণ সভার এক সমাবেশে সমসেরগঞ্জ লোকাল কমিটি গঠিত হলো। সভায় কিষাণ সভার কর্মী ও নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থেকে নওসাদ আলিকে সভাপতি ও শর্ব্বরী দাসকে সম্পাদক করে গত ২৫ ডিসেম্বর আলি লস্করপুর জুনিয়ার হাই স্কুলে ২৮ জনের এক কার্য্যকরী সমিতি গঠন করেন।

কিস্তিতে মোটর বাইক/স্কুটার/টিভি/বাস/লরী কিনবেন?

বাড়ী করার জন্য লোন চান? বাস্তু জমি বা পুরানো বাস, লরী, মোটর সাইকেল, টিভি প্রভৃতি কেনাবেচা করতে চান? সত্বর যোগাযোগ করুন।

দিলসন্‌স্ মিউচুয়ালাইজার

DILSONS MUTUALISER

শ্মশানঘাট রোড, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ ৭৪২২২৫

বিঃ দ্রঃ মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন শহরে শাখা অফিস খোলার জন্য বেতন ও কমিশনে কর্মী চাই।

বৃহৎ প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণে

দুর্গাপুর সিমেন্ট

প্রকল্পগুলিই আমাদের শক্তি ও গুণের সাক্ষী

সার্থক প্রকল্পগুলি নিজেরাই নিজের পরিচয়। যার জন্য প্রচারের প্রয়োজন হয় না। হ্যাঁ, দুর্গাপুর সিমেন্টেরও নিজস্ব পরিচয় আছে। এই সিমেন্টের গুণ তার কাজই তা প্রমান করে। উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন স্ল্যাগ দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যান্টের ব্লাস্ট ফার্নেসে প্রস্তুত এবং ক্লিংকার, যা অত্যাধুনিক কমপিউটার চালিত ক্রিক্যালসিনেটর প্ল্যান্ট দ্বারা প্রস্তুত-এই সিমেন্টের শক্তির উৎস।

দুর্গাপুর সিমেন্ট দিয়ে তৈরী বৃহৎ প্রকল্প গুলির মধ্যে মেট্রোরেল, ন্যাশানাল থার্মাল পাওয়ার করপোরেশন, দামোদর ভ্যালী করপোরেশন, দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যান্ট এবং ইসকোর আধুনিকীকরণ, বক্রেশ্বর থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট অন্যতম, এ ছাড়া আরও অনেক বিখ্যাত প্রকল্প দুর্গাপুর সিমেন্ট দিয়ে তৈরী, যা এই সিমেন্টের শক্তি, গুণ এবং সফল কাজের সাক্ষী।

দুর্গাপুর সিমেন্ট
এসোসিয়েটেড বিড়লা প্রতিষ্ঠান

ফ্যাক্টরী: দুর্গাপুর - ৭১৩২০৩ (পশ্চিমবঙ্গ)
কলকাতা অফিস: বিড়লা বিল্ডিং,
৯/১ আর এন মুখার্জী রোড, কলকাতা - ৭০০০০১

দুর্গাপুর সিমেন্ট-শক্তি এমন, স্টীল যেমন

DPS/DC-893 BEN

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।